প্রবল আকার ধারণ করেছে ‘ইয়াস’

বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ প্রবল আকার ধারণ করে সমুদ্রে একই এলাকায় অবস্থান করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এমন অবস্থায় সমুদ্র বন্দরগুলোর জন্য দুই নম্বর সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে আবহাওয়াবিদ একেএম রুহুল কুদ্দুস বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, গত ছয় ঘণ্টায় ঘূর্ণিঝড়টি নয় কিলোমিটার গতিতে এগিয়েছে এবং এটি আরও শক্তি সঞ্চয় করবে।

তবে ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশে আঘাত হানার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে জানান তিনি।

রুহুল কুদ্দুস বলেন, এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের পুরো গতিপথ ভারতের উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের দিকে। উপকূলে আসার পর ভারতের দিকে যাওয়ার পথে বাংলাদেশের খুলনা এবং সাতক্ষীরা উপকূলে কিছু বৃষ্টিপাত হবে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ২৬ মে ভোর নাগাদ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে পারে।

মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৫২০ কিলোমিটার, মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৫১৫ কিলোমিটার এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৬৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৮৯ কিলোমিটার। ঝড়ো হাওয়ার আকারে এর গতি ১১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীর নিম্নচাপ থেকে সোমবার ভোরে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়।

# [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted], ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

হয়েছে।

এজন্য সমুদ্র বন্দরগুলোকে দুই নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।

দ্রবন্দর থেকে ৬৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়টির কেন্দ্রের কাছে সাগর বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরগুলোকে ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে ২ নম্বর নম্বর দূরবর্তী হুশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এ ছাড়া উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের গভীর সাগরে বিচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ আবদুর রহমান খান বলেন, ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ৬৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে; কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে; পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬০৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৬৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল।

আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা বলেন, সোমবার ভোর ছয়টায় নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেয়। ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর- উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর হতে পারে। ২৬ মে বুধবার নাগাদ উড়িষ্যা- পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের খুলনা উপকূলে পৌঁছতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি।

ঘূর্ণিঝড় ‘যশ’: উত্তাল সাগরে ঝড়ের বেগ ৫০ কিমি

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি সোমবার আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড় ‘যশ’ এ পরিণত হতে পারে।

রোববার দুপুরে বিশেষ সতর্কবার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া আকারে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নচাপ কেন্দ্রের কাছে সাগর উত্তাল রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, আগামী ২৬ মে বুধবার ঘূর্ণিঝড় ‘যশ’ বাংলাদেশের খুলনা ও সাতক্ষীরা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলে আঘাত হানতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ স্বাক্ষরিত বিশেষ সতর্কবার্তায় বলা হয়, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে এবং এর আশপাশের এলাকায় সৃষ্ট সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে একই এলাকায় নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে।

আরও বলা হয়, নিম্নচাপটি দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৬২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, মোংলা বন্দর থেকে ৭১০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা বন্দর থেকে ৬৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এ জন্য চট্টগ্রাম, পায়রা, কক্সবাজার এবং মোংলা সমুদ্রবন্দরগুলোকে ১ নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নিদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে তাদের গভীর সাগরে বিচরণ করতে মানা করা

সাংবাদিকদের সুরক্ষায় আইন পাস হবে: তথ্যমন্ত্রী

সাংবাদিকদের সুরক্ষায় আইন পাস হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, গণমাধ্যমকর্মী আইনের খসড়ায় আইন মন্ত্রণালয় কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। শিগগিরই সেটা চূড়ান্ত করা হবে। এই আইন পাস হলে সব সাংবাদিক সুরক্ষা পাবেন।

রোববার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ), বিএফইউজে, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ডিইউজে, সম্পাদক ফোরাম, ডিআরইউ এবং ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, এই আইনের আলোকে সম্প্রচারের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের সুরক্ষা দেওয়া যাবে। বিধিমালার মাধ্যমে সম্প্রচারের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের আনা হবে। কাজেই আলাদা করে তখন আর সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের প্রয়োজন হবে না।

তিনি বলেন, সাংবাদিকদের সঠিকভাবে বেতন-ভাতা না দিলে, তারা সরকার থেকে যে সুযোগ-সুবিধা পান, সেটা দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন দিয়ে গঠিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে, শুধু সার্বক্ষণিক এমডি নেই। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে কথা বলে কিছু কর্মচারী নিয়োগসহ সার্বক্ষণিক এমডি নিয়োগের চেষ্টা করবো।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, আমাদের কাজ করতে হবে, একই সঙ্গে আইনও মানতে হবে। যেসব পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় না, সে সব পত্রিকায় যেন সরকারি বিজ্ঞাপন না যায়। পত্রিকাগুলোর ভৌতিক প্রচার সংখ্যা ডিএফপিতে আছে, সেটা সংশোধনের কাজ চলছে। আসল

প্রচার সংখ্যা কত, সেটা তদন্ত করে বের করেছি। তাদের প্রচার সংখ্যা শুনলে হয়তো অনেকেই লজ্জা পাবেন, তাই আমি সেটা বলতে চাই না। এখানে শৃঙ্খলা আনতে কাজ করছি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, অফিসিয়াল সিক্রেটস আইনের মতো একই আইন ভারত-পাকিস্তানসহ আরও ৪০টি দেশে আছে। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং আইন মানতে হবে।

তিনি বলেন, সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের জামিন হওয়ায় আমিও সন্তোষ প্রকাশ করছি। তার জামিনের কারণ রাষ্ট্রপক্ষ এতে কোনও বিরোধিতা করেনি। অর্থাৎ রাষ্ট্রপক্ষ চেয়েছে তার জামিন হোক। আশা করব, জামিন হওয়ার পর সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। আপনাদের ক্ষোভ ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছেন। আপনারা আবার আগের মতো কাজে ফেরত যাবেন, কাজকর্ম করবেন সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মনজুরুল আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ বিএসআরএফ সভাপতি তপন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, অর্থ সম্পাদক মাসউদুল হক, ডিইউজের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু, বিএফইউজে’র আবদুল মজিদ, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের ট্রাস্টি রেজওয়ানুল হক রাজা ও সদস্য সচিব শাকিল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক রোজিনার বিষয়ে সিএনএনকে যা বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন এবং সাংবাদিক রোজিনা ইসলাম অবশ্যই ন্যায়বিচার পাবেন।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা সিএনএনকে দেওয়া এক লাইভ

সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বাধীন। তিনি (রোজিনা) অবশ্যই ন্যায়বিচার পাবেন। আমরা চাই না কেউ বিনা কারণে শাস্তি পাক।’

এ সময় ড. মোমেন বলেন, ‘বাংলাদেশে আইন আছে এবং বর্তমানে এটা একটি আইনি বিষয়। তাই এ বিষয়ে আমরা এর বেশি কথা বলতে চাই না।’

এর আগে বৃহস্পতিবার তিনি জানান, প্রথম আলোর সাংবাদিক রোজিনার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং সরকার কোনো কিছুই লুকাতে চায় না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত গণমাধ্যম বান্ধব। আমাদের কিছুই লুকানোর নেই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি জানি, এই ঘটনার কারণে আমাদের অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা আর এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।’

গণমাধ্যমের কারণে বালিশকাণ্ড, শাহেদ করিমসহ বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয় উঠে আসার ঘটনাকে সাধুবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘দুর্নীতির খবর প্রকাশ হওয়ার পরপরই সরকার সেসব বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনারা (গণমাধ্যম) সরকারের কাজে সাহায্য করেছেন। আপনারা সরকারের অংশ। আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।’

গত সোমবার সচিবালয় থেকে সরকারি গোপন নথি চুরি এবং অবৈধভাবে নথির ছবি তোলার অভিযোগে প্রথম আলো পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে অফিশিয়াল সিক্রেটস আইনের আওতায় ৩ ও ৫ ধারায় এবং পেনাল কোডের ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারায় মামলা করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

মঙ্গলবার অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের মামলায় অভিযুক্ত রোজিনা ইসলামকে কারাগারে পাঠায় আদালত।

অভিযোগ আছে, সচিবালয়ে সাংবাদিক রোজিনাকে ছয় ঘণ্টা আটকে রেখে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার পর পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এদিকে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সাংবাদিক রোজিনার বিরুদ্ধে সব অভিযোগকে ‘নিপীড়নমূলক’ উল্লেখ করে মামলা বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতারণার শিকার সেই কামরুলই স্বর্ণাকে মুক্ত করলেন!

প্রতারণার মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা অভিনেত্রী ও মডেল রোমানা ইসলাম স্বর্ণা জামিনে ছাড়া পেয়েছেন।

স্বর্ণা যার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন সেই সৌদি প্রবাসী কামরুল ইসলামের (বাদী) জিম্মায় তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত থেকে তিনি জামিন পান।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের এসআই মনিরুজ্জামান মণ্ডল গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্র বলছে, বাদীর জিম্মায় আসামি রোমানা ইসলামের জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।

শনিবার এসআই মনিরুজ্জামান মণ্ডল বলেন, ঈদের আগে মামলার বাদী কামরুল ইসলাম তার জিম্মায় স্বার্ণার জামিন চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে গত ১১ মার্চ রোমানা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেন সৌদিপ্রবাসী ব্যবসায়ী কামরুল হাসান। মামলার পরদিন রোমানা গ্রেফতার হন।

মামলায় রোমানা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়।

এজাহারে বলা হয়, রোমানা ইসলামের সঙ্গে সৌদিপ্রবাসী ব্যবসায়ী কামরুল হাসানের ২০১৮ সালে প্রথমে ফেসবুকে পরিচয় হয়। পরে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্বের সূত্র ধরে রোমানা কামরুল হাসানের কাছ থেকে গাড়ি কেনার জন্য টাকা নেন।

কামরুল দেশে ফিরে আসার পর ২০২০ সালে ফাঁদ পেতে রোমানা তাকে বিয়েও করেন। তার কাছ থেকে ফ্ল্যাট কেনার টাকাও নেন। পরে চাপ দিয়ে কামরুল হাসানের কাছ থেকে তালাক নেন।

এরপর কামরুল আবার সৌদি আরবে চলে যান। সম্প্রতি কামরুল দেশে ফিরে তার টাকায় কেনা গাড়ি ও ফ্ল্যাট ফেরত চান। এতে রোমানা তার সহযোগীদের নিয়ে কামরুলকে হত্যার হুমকি দেন।

ঘূর্ণিঝড় ‘যশ’ ধেয়ে আসছে, রূপ নিতে পারে সুপার সাইক্লোনে

দেশের খুলনা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ‘যশ’। অন্যান্য বারের মতো এটি সুপার সাইক্লোনে রূপ নিয়ে আঘাত হানতে পারে। তবে ঘূর্ণিঝড়টি নিয়ে এখনও আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু হয়নি বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান।

শনিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ‘যশ’ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, যেহেতু এটি এখন পর্যন্ত লঘুচাপ হয়ে আছে, এখনই আতঙ্ক কিংবা শঙ্কার কিছু নেই। আরেকটা বিষয় হলো ঘূর্ণিঝড় এগোনোর সময় প্রতিমুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে। দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন এলাকা আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা বাড়ে। সেজন্য আমরা আমাদের পুরো উপকূলকে সতর্ক করব, প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেব।

‘যশ’ মোকাবিলায় শনিবার বিকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পলিসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস বলছে, ভারতের উত্তর আন্দামান সাগর ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। সবশেষ উড়িষ্যা- পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আগামী বুধবারের দিকে বাংলাদেশের খুলনা উপকূলে পৌঁছতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোহসীন বলেন, ‘যশ’ মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। আমাদের পূর্ব

প্রস্তুতি রয়েছে। আমরা ওয়েল প্রিপেয়ার্ড।

ঝুলে আছে ৬৭৮ প্রকল্প

২২ বছরেও শেষ হয়নি সিরাজগঞ্জ শিল্পপার্কের কাজ * ১২ বছর ধরে চলছে ৩টি, ১১ বছর ধরে ৫টি, ১০ বছর ধরে চলছে ৭টি প্রকল্প * সংশোধন বা মেয়াদ বৃদ্ধি ছাড়া নতুন অর্থবছরে টাকা খরচে নিষেধাজ্ঞা
১৯৯৯ সালের ১৭ জুনে এ গল্পের শুরু। সেদিন অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বোর্ড সভায় তৎকালীন সরকার সিরাজগঞ্জে একটি শিল্পপার্ক স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। তখন থেকেই শুরু হয় প্রকল্প তৈরির কাজ। এরপর চলে গেছে প্রায় ২২ বছর। দীর্ঘ সময়ে সরকার বদল হয়েছে। সে সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া আওয়ামী লীগ সরকার এখন ক্ষমতায়। কিন্তু প্রকল্পটির কাজ আজও শেষ হয়নি।

শুধু সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্কই নয়, বিভিন্ন অর্থবছরে নেওয়া ৬৭৮টি উন্নয়ন প্রকল্প সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উন্নয়নের নামে নেওয়া প্রকল্পগুলো ঝুলে আছে বছরের পর বছর। যথাসময়ে কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হচ্ছে না। বছর যাচ্ছে বাড়ছে মেয়াদ, সঙ্গে ব্যয়ও। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য দফায় দফায় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সে অনুযায়ী তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের গল্প আর শেষ হয় না। প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতি, উদাসীনতা এবং জবাবদিহিতার অভাবের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী যুগান্তরকে বলেন, যেসব প্রকল্প দেরি হয় সেগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোড়ায় গলদ থাকে। অর্থাৎ ‘প্রজেক্ট’ তৈরির সময়ই সম্ভাব্যতা যাচাই হয় না, ডিজাইন ঠিকমতো হয় না, সঠিক রেট শিডিউল ধরে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় না। বাস্তবায়ন পর্যায় গিয়ে দেখা দেয় জটিলতা। সেই সঙ্গে কোনো পর্যায় থেকেই সঠিক তদারকি থাকে না। অনেক সময় মন্ত্রণালয়গুলো বিমাতাসুলভ আচরণ করে। অনেক সময় মন্ত্রণালয় এগুলো ‘ওন’ করতে চায় না, ফলে দেখা যায় বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। এতে ময়াদ বাড়ে, সেইসঙ্গে বাড়ে

তৃতীয় সংশোধনীতে ২ বছর বাড়িয়ে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্প সংশোধনের কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল পিডব্লিউডি রেট শিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী মাটি ভরাট কাজ ছাড়াও অন্যান্য পূর্ত ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি নতুন অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ড. মো. আল আমিন সরকার যুগান্তরকে বলেন, প্রথম দিকে কী সমস্যা ছিল সেটি আমি বলতে পারব না। তবে দরপত্র পদ্ধতি সংক্রান্ত কোনো জটিলতায় হয়তো দেরি হতে পারে। তবে আমি ২০১৯ সালের মার্চে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পর থেকে কোনো জটিলতা নেই।

এখন অগ্রগতিও ভালো। তবে জুনের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না। আরও এক বছর মেয়াদ বাড়াতে হবে। আশা করছি বর্ধিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই এটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। তিনি আরও জানান, এখন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সার্বিক এডিপি বাস্তবায়ন অনেক ভালো। গত অর্থবছরর কোভিডের মধ্যেও ৯৯ দশমিক ১৭ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে।

বিভিন্ন অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা খুবই করুণ। এর মধ্যে ১৬৮টি প্রকল্প আছে পাঁচ থেকে ১২ বছরের বেশি সময় আগে নেওয়া। যেগুলোর কাজ এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যে এক যুগ ধরে চলছে তিনটি, ১১ বছর ধরে চলছে পাঁচটি এবং ১০ বছর ধরে চলছে সাতটি।

আট থেকে নয় বছর ধরে চলছে ২৯টি, ছয় থেকে সাত বছর ধরে চলছে ৫৮টি। ৫ বছর ধরে চলছে ৬৬টি উন্নয়ন প্রকলেগুর কাজ। বাকি পাঁচ শতাধিক প্রকল্পের কাজও বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে শেষ হচ্ছে না। এগুলোর মেয়াদ আগামী জুনে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ অবস্থায় আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলো বিশেষ চিহ্ন (তারকা) দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তবে এগুলোর ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) সংশোধন করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় অর্থছাড় বা ব্যয় করা যাবে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠক থেকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে এ সময়ে এসে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে গেলে সময় লাগবে। এতেই পার হয়ে যাবে কয়েক মাস। সেক্ষেত্রে আগামী অর্থবছরের শেষে কাজ শুরু হতে পারে। বছর শেষে

এগুলোর কাজ অসমাপ্তই রয়ে যাবে।

আইএমইডির মতে, প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হওয়ার বেশ কিছু কারণ দীর্ঘদিন ধরেই বিরাজমান। যেমন সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরিতেই দুর্বলতা ও দক্ষতার অভাব অন্যতম। এছাড়া যেনেতেনভাবে প্রকল্প তৈরি, বাস্তবায়ন পর্যায়ে কার্যকর তদারকির অভাব, নিয়মিত ও কার্যকরভাবে পিআইসি (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) এবং পিএসসি (প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি) বৈঠক না হওয়া।

সেই সঙ্গে জমি অধিগ্রহণে জটিলতা, দরপত্র প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের সময়ক্ষেপণও দায়ী। পাশাপাশি রয়েছে প্রয়োজনীয় অর্থছাড় না হওয়া, প্রকল্প পরিচালকদের অদক্ষতা, ঘন ঘন পরিচালক বদলি ইত্যাদি। এছাড়া সর্বশেষ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কোভিড-১৯জনিত পরিস্থিতি।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, প্রকল্প নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্টদের যতটা আগ্রহ থাকে পরবর্তীতে সেটি আর থাকে না। কারণ প্রকল্প থেকে গাড়ি কেনা, পণ্য কেনাকাটা, বিদেশ সফর ইত্যাদি শেষ হলে তখন অন্য কোনো কোথাও যাওয়ার সুযোগ খোঁজেন কর্মকর্তারা।

ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কত হলো, কিংবা আদৌ শেষ হবে কিনা সেসব বিষয়ে তাদের মাথাব্যথা থাকে না। এক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো জবাবদিহিতা না থাকা। ফলে যে যার মতো সুবিধা নিচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন আবার আসছেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পাশাপাশি সিস্টেমও দায়ী। এদিকে জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অবস্থাও শোচনীয়।

এটি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা ছিল। কিন্তু সেটি না হওয়ায় তিন দফা মেয়াদ বাড়িয়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়। এর মধ্যেও শেষ না হওয়ায় পরবর্তীতে দুই দফায় ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে আবারও মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয় ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এরই মধ্যে ঠিকাদার জি কে শামীম গ্রেফতার হওয়ায় এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। মূল ব্যয় ১৪১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা হলেও শেষ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এখন চলছে প্রকল্পটি। তবে গত বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। আগামী অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৭১ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া- শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প চলছে ২০১১ সাল থেকে। ২০১০ সাল হতে বাস্তবায়ন হচ্ছে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের কাজ (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)।

এটি দুইবার সংশোধন করাও হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়ন হচ্ছে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। ফের সংশোধনী প্রস্তাব পড়ে আছে পরিকল্পনা কমিশনে।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মোহাম্মদ জয়নুল বারী যুগান্তরকে বলেন, কাজগুলো যথাসময়ে শেষ না হওয়ার পেছনে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতা অবশ্যই আছে। তবে এনইসি বৈঠকে তারকা চিহ্নিত এসব প্রকল্প দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সুত্র-যুগান্তর